15

জন্মভূমি আজ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

15.1 ভূমিকা

কবিতাটি ১৯৭০ সালে লেখা। পরে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে' কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়।

কবি গভীরভাবে ভালোবাসেন জন্মভূমিকে, দেশের মানুষকে। কবিতাটিতে বলা হয়েছে দেশবাসীর বর্তমান অবস্থার কথা। তরুণদের কী করণীয়; তাও কবি জানিয়েছেন। দেশবাসী ভীষণ দুঃসময়ের মধ্যে রয়েছে। এই দুঃসহ অবস্থা যারা সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হবে। তবেই সুন্দর হবে মানুষের জীবন। কবি তরুণদের ডাক দিয়েছেন; এ কাজে তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। মানুষের উপর নেমে আসছে হিংস্র আক্রমণ। দেশের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে দম বন্ধ-করা আতঙ্কের পরিবেশ। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মানুষ মুক্তি চাইছে। কবি চাইছেন সাহসের সঙ্গে সংগ্রামে নামুক তরুণরা, জন্মভূমিতে গড়ে উঠুক এক মুক্ত সমাজ।

15.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতাটি পড়লে

- দেশবাসীর কী ঘোর দুর্দিন, তা বুঝতে পারবেন;
- কারা এই দুর্দিনের জন্য দায়ী, তা বুঝতে পারবেন;
- কীভাবে এই দুঃসময়ের মুখোমুখি হতে হবে, তা জানতে পারবেন;
- কবিতাটির রচনাগত বিশিষ্টতা বুঝতে পারবেন;
- পরিচিত শব্দ কবি কী বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা জানতে পারবেন;
- ভাষাবোধের পরিচয় দিতে পারবেন।

15.3 মূলপাঠ ও শব্দার্থ

1. একবার মাটির দিকে তাকাও
একবার মানুষের দিকে।

এখনো রাত শেষ হয়নি;
অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর
কঠিন পাথরের মতো, তুমি নিঃশ্বাস
নিতে পারছো না।

1. রাত - এখানে দুঃসময়ের প্রতীক।
অন্ধকার - দুঃসময়ের প্রতীক।
কঠিন পাথর - যাকে সরানো শক্ত, বাধার প্রতীক।
নিঃশ্বাস নিতে পারছে না- কিছুতেই ভালোভাবে বাঁচতে পারছে না।

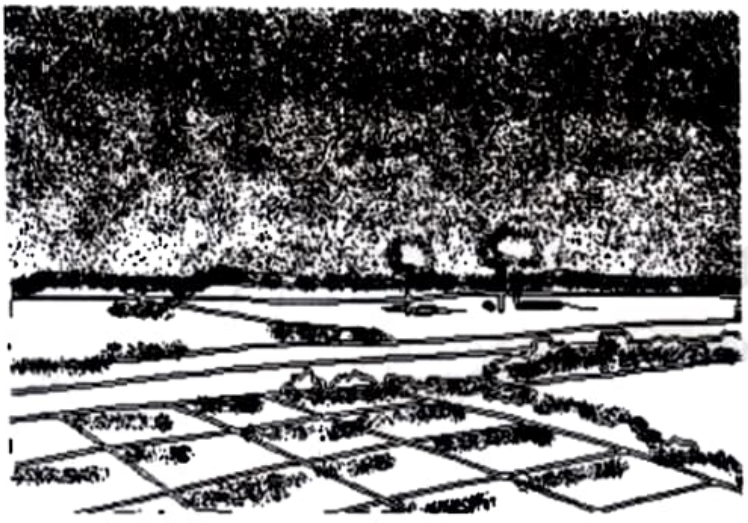

2. মাথার ওপর একটা ভয়ংকর কালো আকাশ
এখনো বাঘের মত থাবা উঁচিয়ে বসে আছে।
তুমি যে ভাবে পারো, এই পাথরটাকে
সরিয়ে দাও
আর আকাশের ভয়ংকরকে শান্ত গলায়
এই কথাটা জানিয়ে দাও
তুমি ভয় পাওনি।

2. ভয়ংকর - যা ভয় পাইয়ে দেয়।
কালো - অশুভ চিহ্ন।
বাঘ - হিংস্র শক্তির বিশিষ্ট প্রতীক।
থাবা উঁচিয়ে বসে আছে - আক্রমণে উদ্যত।
শান্ত - উত্তেজনাহীন এবং দৃঢ় (বিশেষণ)।

3. মাটি তো আগুনের মতো হবেই
যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো,
যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও
তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি।

3. বৃষ্টি - নবজন্মের প্রতীক।
মরুভূমি - জীবনকে যা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় তার প্রতীক।

4. যে মানুষ গান গাইতে জানে না
যখন প্রলয় আসে, সে বোবা ও অন্ধ
হয়ে যায়।
তুমি মাটির দিকে তাকাও,
সে প্রতীক্ষা করছে;
তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু
বলতে চায়।

4. প্রলয় - বিপর্যয়, ওলট পালট।

15.4 প্রাথমিক বোধবিচার

কবিতাটি ভালো করে পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দতে চেষ্টা করুন

i) 'জন্মভূমি আজ' কবিতাটি কার লেখা ?
ii) কবিতাটিতে ক'টি স্তবক আছে?

iii) কবি তাঁর বক্তব্য কাদের উদ্দেশে বলেছেন?

iv) দেশবাসী আজ কী অবস্থার মধ্যে আছে?

v) বর্তমান অবস্থায় আপনার নিজের করণীয় কী?

15.5 আলোচনা

পাঠ্যাংশ 1

একবার মাটির দিকে তাকাও
একবার মানুষের দিকে।

এখনো রাত শেষ হয়নি;
অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর
কঠিন পাথরের মতো, তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারছো না।

কবি মাটির দিকে তাকাতে বলেছেন, মানুষের দিকে চাইতে বলেছেন। মাটি বলতে বোঝাচ্ছে দেশের সামাজিক পরিবেশ। এখন অসহ্য এক দুঃসময়। মানুষ ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। এই সময় ও মানুষের যন্ত্রণাকে বোঝাতে কবি কয়েকটি উপমা বা ছবির আশ্রয় নিয়েছেন — অন্ধকার রাত, কঠিন পাথরের মতো অন্ধকার, বুকের ওপর চেপে বসে আছে সেই পাথর, পাথরের চাপে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

কবি প্রথমে দেশের অবস্থা বুঝে নিতে বলছেন, তারপর দেখতেবলছেন, এই অবস্থায় মানুষ কী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে।

পাঠগত প্রশ্ন -1.1

পাঠ্যাংশ পড়ে নিয়ে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

i) কবিতার প্রথম ছত্রে কবি কোন্ দিকে তাকাতে বলছেন?

ii) দ্বিতীয় ছত্রে কবি কোন্ দিকে চাইতে বলছেন?

iii) কবি অন্ধকারের সঙ্গে কীসের তুলনা করেছেন?

iv) ঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন

মাটি বলতে কবি বুঝিয়েছেন

ক) জন্মভূমির অবস্থা

খ) মানুষের হাঁটাচলার জায়গা

গ) যেখানে কঠিন পাথর আছে

ঘ) যেখানে গাছপালা জন্মায়।

15.2 আলোচনা

পাঠ্যাংশ 2

মাথার উপরে একটা ভয়ংকর কালো আকাশ
এখনো বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে বসে আছে।

তুমি যেভাবে পারো এই পাথরটাকে
সরিয়ে দাও
আর আকাশের ভয়ংকরকে শান্ত গলায়
এই কথাটা জানিয়ে দাও
তুমি ভয় পাও নি।

সারা দেশে রাজত্ব করছে এক হিংস্র শক্তি। সে শক্তি মানুষকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছে। কবি চাইছেন যেভাবেই হোক, জন্মভূমির ওপর থেকে ভয়ের ভার তরুণরা সরিয়ে দিক। অশুভ সেই শক্তিকে তরুণরা দেখিয়ে দিক তারা কত নির্ভীক। অন্যায় যারা করে তারা আসলে ভীরু, দুর্বল। সব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হবে, তাহলেই দেখা যাবে তারা পিছু হটছে।

পাথরের উপমা এই স্তবকেও এসেছে। আছে 'ভয়ংকর কালো আকাশ'- এর কথা, 'বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে' যে বসে আছে। অন্ধকার আকাশ সারা দেশের ওপর ঘনিয়ে-থাকা দুর্দিনের কথা বলে। 'বাঘের থাবা' জীবনবিরোধী হিংস্রতার ইঙ্গিত বহন করে।

পাঠগত প্রশ্ন -1.2

পাঠ্যাংশ 2 পড়ে নিয়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন

i) ঠিক উত্তরটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

মাথার ওপর কী আছে ?

ক) কালো আকাশ
খ) নীল আকাশ
গ) বাঘ
ঘ) পাথর

ii) কবি আকাশের ভয়ংকরকে শান্ত গলায় কী জানিয়ে দিতে বলছেন? লাইনটি কবিতায় যেভাবে আছে সে-ভাবে উল্লেখ করুন।

iii) আপনাকে কী সরাতে বলা হচ্ছে?

15.3 আলোচনা

পাঠ্যাংশ 3

মাটি তো আগুনের মতো হবেই
যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো,
যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও
তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি।

যে মাটিতে ফসল ফলে না, সে মাটি রোদে পুড়ে পুড়ে আগুনের মতো হয়। বৃষ্টিপাতের সঙ্গেফসলের সম্পর্কের কথা আমরা জানি। বৃষ্টিহীন মাটি তো উত্তপ্ত মরুভূমির মতো। ফসলের চিহ্ন সেখানে থাকে না।

স্বদেশ তো পড়ে - পাওয়া জিনিস নয়। প্রেম দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, কর্ম দিয়ে দেশকে সৃষ্টি করে তুলতে হয়। এই সৃষ্টির কাজে কোনও বিরাম নেই। থেমে-যাওয়া মানে জীবনযাপনের পথে নানা বাধা-বিপত্তিকে ডেকে আনা। তখন সমাজে মাথা চাড়া দেয় জীবনবিরোধী শক্তি।

আগুনের মতো মাটি, ফসল, বৃষ্টি, মরুভূমি— এই সব কথা কবিতায় আছে। জন্মভূমি যেন একটি খেত, তরুণরা কৃষক, তাদের ফসল ফলাতে হবে। কবি বৃষ্টি আনার মন্ত্রের ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বদেশের নবজন্ম ঘটাতে হবে। সুন্দর করে তুলতে হবে জীবনযাপনের পরিবেশ। তার জন্যে নিষ্ঠা চাই। সাধনা চাই। কবি বলছেন -- সাধনা থেকে সরে এসো না। সাধনা থেকে সরে এলে স্বদেশ হবে মরুভূমি। সুস্থ জীবনধারণের পরিবেশ সেখানে থাকবে না। মাটি হবে আগুনের মতো। জীবন থেকে হারিয়ে যাবে আনন্দ। জীবন জ্বলতে থাকবে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণায়।

পাঠগত প্রশ্ন -1.3

পাঠ্যাংশ 3

পড়ে নিয়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

i) কবিতা থেকে লাইন উদ্ধৃত করে নীচের প্রশ্ন-দুটির উত্তর দিন-

ক) মাটি আগুনের মতো হবে কখন?

খ) বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে গেলে কী হবে?

ii) 'মাটি তো আগুনের মতো' --.পাঠ্যাংশ থেকে এই রকম অর্থবিশিষ্ট শব্দটি খুঁজে বার করুন।

পাঠ্যাংশ - 4

যে মানুষ গান গাইতে জানে না
যখন প্রলয় আসে, সে বোবা ও অন্ধ হয়ে যায়।
তুমি মাটির দিকে তাকাও, সে প্রতীক্ষা করছে;
তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়।

এ গান হল জীবন জয়ের গান। সৃষ্টি আর ভালোবাসার আবেগ যার মধ্যে আছে সে-ই গান গেয়ে ওঠে। এই গান তাকে দেয় প্রতিরোধের প্রেরণা, সংগ্রামের শক্তি। অন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের লড়াই যখন চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছাবে তখন ঘটবে ওলট-পালট, প্রলয়। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে মানুষ পৌঁছবে এক নির্ভুল সমাজে। তখন অন্ধ হলে চলবে না। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যেন দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে না যায়। প্রলয়ের প্রচন্ডতা যেন ভয় পাইয়ে নির্বাক করে না দেয়।

সমাজ নবজন্মের প্রতীক্ষা করছে। মানুষ চাইছে দুর্বিষহ সংকট পার হতে। এই আকাঙ্ক্ষাকে অনুভব করুক তরুণরা। তারা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব মানুষের হাতে হাত রাখুক। তাদের সাহস দিক। তাদের নিয়ে সমাজ-রূপান্তরের পথে এগিয়ে চলুক।

পাঠগত প্রশ্ন -1.4

পাঠ্যাংশ 4 পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।